পাঠকের লেখা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ও ভর্তি ফি কমানো হোক

শেখ রিফাদ মাহমুদ

বাংলাদেশের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো বিসিএসসহ সব সরকারি চাকরি এবং ব্যাংক, বীমা, আধা-সরকারি (এক্সটেনশন অব দ্য গভর্নমেন্ট) প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকায় নির্ধারণ। এটি শুধু চাকরিপ্রার্থীদের অর্থনৈতিক চাপ কমায়নি, বরং দীর্ঘদিনের একটি দাবির বাস্তবায়ন করে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই উদাহরণ প্রমাণ করে যে, সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠছে– শিক্ষাক্ষেত্রে এমন যুগোপযোগী সংস্কার কবে আসবে? বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত উচ্চ ফি নিয়ে আলোচনা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। তবে সেই স্বপ্ন পূরণের পথে অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ফি বর্তমানে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মতো। এটি অনেক শিক্ষার্থীর জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে, কারণ একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে। এর পাশাপাশি যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার খরচসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করলে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অতিরিক্ত ভর্তি ফির কারণে অনেক অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন না। বিশেষ করে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই অর্থের বন্দোবস্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিবছর পত্রিকার পাতায় আমরা এ সংক্রান্ত নানা হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখতে পাই। ভর্তির অর্থ জোগাড় করতে কেউ চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছে, কেউ স্বর্ণ বন্ধক রাখছে, আবার কেউ পরিবারের শেষ সম্পদ– গরু-ছাগল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব ঘটনা শুধু আর্থিক সংকট নয়, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় এবং পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ক্রমবর্ধমান ভর্তি ফি শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফি বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে।

ক্রমাগত বাড়তি ফির কারণে মেধাবী কিন্তু অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারাচ্ছে। তারা নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আগে অর্থনৈতিক বাস্তবতার কা
বাড়ানোর অজুহাত দেওয়া
নামে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা
জুলুমের প্রতিচ্ছবি হয়ে দা
করতে হলে দ্রুত এ বিষয়ে
উপাচার্য, শিক্ষক এবং নীতি
উচিত। তারা যদি শিক্ষার
অগ্রাধিকার দেন, তা হলে
শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার স্
করে সবার সাধ্যের মধ্যে
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশ
আহ্বান জানাই। একটি শি
নয়, বরং একটি মৌলিক
ফি কমিয়ে সব শিক্ষার্থীর

শেখ রিফাদ মাহ